প্রবাসে বিশ্বভাষা দিবস উদযাপন

নিজের নিজের মা এবং মাতৃভূমি ছেড়ে এসেও প্রবাসে আমরা মাতৃহারা নই, আমাদের সেই অভাব পূরণ করে মাতৃভাষা। আমেরিকার ওয়াশিংটন রাজ্যের রিচল্যান্ড শহরের কিছু বাঙালী মিলে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করলেন বৃহৎ আকারে। মাতৃভাষার এমনই যাতু যে এখানে এপার-ওপার বাংলা একাকার হয়ে গেছে। তুপার বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চেতনা যে কতখানি সম্পুক্ত তার প্রমাণ এই তুই দেশের বাঙালীদের সম্মিলীত প্রয়াস।

২১শে ফেব্রুয়ারীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" গানটির সঙ্গে । ২১টি ভাষার অংশগ্রহণকারী দলগুলির প্রতিনিধিরা মঞ্চে একে একে এসে সমবেত হন । অনুষ্ঠানের প্রথম অংশগ্রহণকারী ভাষা ছিল বাংলা, যে ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাণের বলিদান দিতে পিছুপা হয়নি তার সন্তানরা । বাংলাভাষার গঠনগত রূপ এবং এই ভাষার দিকপালদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন ফেরদৌস ওনেজা, রচনাটির রূপায়নে তাকে সাহায্য করেন নীলমণি ভট্টাচার্য্য । পরবর্তী নিবেদন ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত "নীল অঞ্জন ঘন" সহযোগে নৃত্য । নৃত্যাংশটির রূপদান করেন সঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায় । সঙ্গীতে ছিলেন চৈতালী ভট্টাচার্য্য, তপতী বিশ্বাস ও সুতনয় চৌধুরী ।



অন্যান্য ভাষার দলগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় উপস্থাপনা করে চাইনীজ-ক্যান্টনীজ ভাষার দলটি। একটি ক্যান্টনীজ ভাষার নৃত্য পরিবেশন করেন জন হিনি ও লিন লিং। থাইভাষার নৃত্যটিও খুবই আকর্ষণীয় ছিল। জাপানী ভাষায় তাদের বিখ্যাত গেঈশা নৃত্যর একটি ভিডিও দেখানো হয়, তেলেগু ভাষায় একটি লোকনৃত্য পরিবেশন করেন তুই শিল্পী। ইটালীয় প্রতিনিধি একটি কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পোলিশ, ভিয়েতনামী ও রেড ইন্ডিয়ান ভাষা। সমগ্র অনুষ্টানটির পরিচালনা করেন রাহাত ব্রাস্টাড। মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসাই সেই সন্ধ্যায় টেনে এনেছিল তুশোর বেশী মানুষকে। মানুষের রক্তের রং যেমন লাল, তেমনই প্রত্যেকের নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার রং-ও এক — যার প্রমাণ এই বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস। যে বাঙালীরা মিলে এই কমযক্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তারা হলেন সন্দীপ দাসবর্মা, ফেরদৌস ওনেজা, সঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি ভট্টাচার্য্য, রাহাত ব্রাস্টাড, সৈয়দ আলী, অনুপ রাজু ও সুতনয় চৌধুরী।